ওয়াজ শিক্ষা

সপ্তম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, মুজাদ্দিদে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মুদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

১। **প্রথম ওয়াজ**

হিসাব নিকাশ ১-৩০

২। **দ্বিতীয় ওয়াজ**

দোজখের বিবরণ ৩১-৫৪

৩। **তৃতীয় ওয়াজ**

বেহেশতের বিবরণ- ৫৫—৭০

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

ওয়াজ শিক্ষা

সপ্তম ভাগ

প্রথম ওয়াজ

হিসাব নিকাশ

ছুরা এনফেতার,—

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

"এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর রক্ষক সকল-গৌরবান্বিত লিপিকার সকল আছেন, তোমরা যাহা করিতেছ, তাহারা তাহা অবগত হন।"

প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য চারিজন ফেরেশতা আছেন—দুইজন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আর দুইজন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত লোকদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করতঃ লিখিয়া থাকেন। ফেরেশতাগণ সৎ অসৎ কার্য্যগুলির সাক্ষী স্বরূপ ও কার্য্যলিপি প্রমাণ স্বরূপ হইবে।

ছুরা তৎফিফ,—

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ۞ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ۞

"কখনই না, সত্যই দুর্ব্বত্তগণের কার্য্যলিপির ছিজ্জিনে আছে।" কখনই না, সত্যই সৎলোকদিগের কার্য্যলিপি ইল্লিনে আছে।"

ছুরা ক্বাফ, ২ রুকু,—

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ۞ لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۞ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيْدٌ ۞

"এবং প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সহিত একজন বিতাড়নকারী ও একজন সাক্ষী থাকিবে। (বলা হইবে), তুমি ইহা হইতে উদাসীন ছিলে, আমি তোমার পর্দ্দা খুলিয়া দিলাম, এই হেতু অদ্য তোমার চক্ষু সতেজ হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গী বলিবেন, আমার নিকট যাহা ছিল, তাহা এই উপস্থিত আছে।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, লিপিকর ফেরেশতাদ্বয় নেকী ও বদীর খাতা পেশ করিয়া সাক্ষ্য দিবেন।

উক্ত ছুরা ক্বাফ,—

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۞

"যে সময় দুইজন ফেরেশতা আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া ডাহিন ও

বামদিকে বসিয়া থাকেন, সে যে কথা বলে, তাহার নিকট রক্ষক প্রস্তুত থাকেন।"

তেরমেজি,—

فَاِنَّ اِخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَ كَذَا يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا☆

"জমি কেয়ামতে তাহার পৃষ্ঠদেশে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যাহা করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে গিয়া বলিবে, অমুক, ব্যক্তি অমুক অমুক দিবস আমার উপর অমুক অমুক কার্য্য করিয়াছে।"

সমস্ত প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে তাহাদের সৎ অসৎ কার্য্যের খাতা প্রকাশ করা হইবে।

ছুরা বনি ইস্রাইল, ২ রুকু,—

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۝ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝

"এবং আমি প্রত্যেক মনুষ্যের আমল, তাহার গ্রীবাদেশে সংলগ্ন করিয়াদিয়াছি এবং আমি কেয়ামতের দিবস উহা কেতাব রূপে বাহির করিব—যাহা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইবে। (বলা হইবে), তুমি নিজের কেতাব পাঠ কর, তুমি অদ্য নিজের হিসাব লইতে যথেষ্ট হইবে।"

ছুরা জাছিয়া ৪ রুকু,—

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً قف كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

"এবং যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস বাতীল মতাবলম্বিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে জানুর উপর অধোপমস্তকে বসিতে দেখিবে, প্রত্যেক উম্মত নিজেদের কার্য্যলিপির দিকে আহুত হইবে। তোমরা যাহা করিতে, অদ্য তাহার বিনিময় প্রদত্ত হইবে। ইহা আমার দফতর, তোমাদিগকে সত্য কথা প্রকাশ করিতেছি, তোমরা যাহা করিতে, নিশ্চয় আমি তাহা লিপিবদ্ধ করাইতাম।"

ছুরা কাহাফ, ৬ রুকু,—

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

"এবং কার্য্যলিপি স্থাপন করা হইবে, ইহাতে তুমি দুষ্কর্ম্মশীল দিগকে উহার লিখিত বিষয় হইতে আতঙ্কিত অবস্থায় দেখিবে এবং তাহারা বলিবে,

হায়, আমাদের আক্ষেপ ! এই কার্য্যলিপির ব্যাপার কি ? উহা যে কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয়কে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু উহা আয়ত্ব করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা যাহা আমল করিয়াছিল, তাহা উপস্থিত প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি অত্যাচার করিবেন না।"

ছুরা হাক্কাহ,—

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۞ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ۞

"কিন্তু যাহার কার্য্যলিপি তাহার ডাহিন হস্তে প্রদত্ত হইবে, সে বলিবে, তোমরা গ্রহণ কর, আমার কার্য্যলিপি পাঠ কর, নিশ্চয় আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, সত্যই আমি অমার হিসাব নিকাশের সাক্ষাৎকারী হইব। অনন্তর সে ব্যক্তি সন্তোষজনক জীবনে থাকিবে, উচ্চ উদ্যানে থকিবে—যাহার ফলগুলি নত থাকিবে। (বলা হইবে) তোমরা বিগত দিবস সমূহে যে কার্য্য করিয়াছিলে, তাহার বিনিময়ে পানাহার কর।

কিন্তু যাহার কার্য্যলিপি তাহার বাম হস্তে প্রদত্ত হইবে, সে বলিবে, হায় আক্ষেপ, যদি আমার কার্য্যলিপি আমাকে প্রদান করা না হইত এবং আমার হিসাব কি? তাহা না জানিতাম, তবে ভাল হইত। যদি আমার মীমাংসোকারীর মৃত্যু আসিত, তবে ভাল হইত। আমার অর্থ আমার ফলোদায়ক হইল না, আমার আধিপত্য আমা হতে বিনষ্ট হইয়া গেল।"

ছুরা এনশেকাক,,—

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ؕ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ؕ

"কিন্তু যে ব্যক্তির কার্য্যলিপি তাহার ডাহিন হস্তে প্রদান করা হইবে, সে অচিরে সহজ বিচারে বিচারিত হইবে এবং আনন্দিত অবস্থায় নিজের পরিজনের দিকে প্রতবর্ত্তন করিবে। আর কিন্তু যাহার কার্য্যলিপি তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিক হইতে প্রদত্ত হইবে, সে অচিরে (নিজের ধ্বংস আহ্বান করিবে এবং দোজখে প্রবেশ করিবে।"

যখন কাফেরদিগের তওহিদ ও শেরক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তাহারা ববিলে, আমরা শেরক ও কোফর করি নাই। সেই সময় আছমানের যে অংশে নীচে জমিনের যে অংশের উপর, যে দিবসে, যে রাত্রে যে জ্যোৎস্নাতে শেরক কোফর করিয়াছিল, সেই সমস্তকে উপস্থিত করা হইবে। হজরত আদম (আঃ) কে নিজের সন্তানগণের নেকী-বদী আবগত করান হইয়াছিল, তাঁহাকে উপস্থিত করা হইবে। যে ফেরেশতাগণ তাহাদের নেকী-বদী লিপিবদ্ধ করিতেন, তাঁহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে।

তাঁহারা সকলে উক্ত কাফেরদিগের শেরক ও কোফরের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, কিন্তু ইহারা তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবে। সেই সময় তাহাদের মুখে মোহর করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বাক্শক্তি প্রদান করা হইবে, উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সাক্ষ্য প্রদান করিবে, ইহাতে তাহারা উহাদের উপর দোষারোপ করিবে। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বলিবে, যে খোদা আমাদিগকে তোমাদের অনুগত করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই এই সময় আমাদিগকে বাক্শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। তোমরা অত্যাচারি ছিলে, আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের সঙ্গে আমাদিগকে বিপদে নিক্ষেপ করিলে, আমাদের আনুগত্য স্বীকার করার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর নাই এবং আমাদিগকে প্রদত্ত হওয়ার উদ্দেশ্য বুঝিতে পার নাই। আমরা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিতে পারি না। তখন তাহারা নিরুত্তর নির্ব্বাক হইয়া শেরক, কোফর ও গোনাহগুলি স্বীকার করিবে কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ছলনা করিয়া বলিবে, আমরা তোমার হুকুম অবগত হইতে না পারিয়া এইরূপ করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, আমি নবিগণকে স্পষ্ট স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারা আমার অহি পূর্ণ ভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, তোমরা কিরূপে আমার হুকুম হইতে অনভিজ্ঞ থাকিলে ? কেন তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ কর নাই ? তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন নবী উপস্থিত হন নাই এবং আমাদিগকে কোন সংবাদ পৌঁছাইয়া দেন নাই। তখন আল্লাহতায়ালা হজরত নুহ (আঃ) কে উপস্থিত করিবেন।

ছুরা হামিম ছেজদা, ৩ রুকু,—

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۞ حَتّٰى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

"এবং যে সময় আল্লাহতায়ালার শত্রুগণ দোজখের দিকে সংগ্রহীত করা হইবে, তৎপরে তাহাদিগকে দলে দলে বিভক্ত করা হইবে, এমন কি যখন তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাদের উপর তাহাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম্ম উক্ত বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিবে — যাহা তাহারা করিত এবং তাহারা নিজেদের চর্ম্মকে বলিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলে কেন ? তাহারা বলিবে উক্ত খোদা আমাদিগকে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন—যিনি প্রত্যেক বিষয়কে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং আমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।"

ছুরা ইয়াছিন, ৪ রুকু,—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

"অদ্য আমি তোমাদের মুখের উপর মোহর করিয়া দিব এবং তাহারা যাহা অর্জ্জন করিত, তৎসম্বন্ধে তাহাদের হস্তগুলি আমার সহিত কথা বলিবে ও তাহাদের পদগুলি সাক্ষ্য প্রদান করিবে।"

ছুরা বনি-ইছরাইল, ৪ রুকু,—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝

"এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, তুমি উহার পশ্চাদগামী হইও না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, ও অন্তর—এতৎসমুদয়ের প্রত্যেকটী জিজ্ঞাসিত হইবে।"

ছহিহ মোছলেম,—

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّا اَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهٗ يَقُوْلُ يَارَبِّ اَلَمْ تُجِرْنِىْ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ لَا اُجِيْزُ عَلٰى نَفْسِىْ اِلَّا شَاهِدًا مِنِّىْ قَالَ فَيَقُوْلُ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ فَيُقَالُ لِاَرْكَانِهٖ اِنْطِقِىْ قَالَ فَتَنْطِقُ بِاَعْمَالِهٖ ثُمَّ يُخَلّٰى بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَّكُنَّ وَ سُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ اُنَاضِلُ ☆

"আনাছ বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট ছিলাম, ইহাতে তিনি হাস্য করিয়া উঠিলেন, তৎপরে তিনি বলিলেন, আমি কি জন্য হাস্য করিতেছি, তাহা তোমরা কি জান ? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, এক বান্দা নিজের প্রতিপালকের সহিত কথোপকথন করিবে, (তাহা স্মরণ করিয়া হাস্য করিতেছি) সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কি অত্যাচারের ভয়

হইতে আমাকে অভয় প্রদান কর নাই ? আল্লাহ বলিবেন, হাঁ। তখন সে বলিবে, নিশ্চয় আমি আমার বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য প্রদান করিতে) আমার নিজের সাক্ষী ব্যতীত অন্য সাক্ষী গ্রহণ (মঞ্জুর) করিব না। আল্লাহ বলিবেন, তোমার বিরুদ্ধে তুমি নিজে ও মহিমান্বিত লিপিকর ফেরেশতাগণ যথেষ্ট সাক্ষী হইবে। তখন আল্লাহ তাহার মুখে মোহর করিয়া দিয়া তাহার অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ -গুলিকে বলিবেন, তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর। ইহাতে উহারা তাহার কার্য্যগুলির সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তৎপরে সে ব্যক্তি বলিবে, তোমাদের জন্য আক্ষেপ ও ধিক্কার হউক, আমি ত তোমাদের জন্যই বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছিলাম।"

ছহিহ মোছলেম,—

فَيَلْقَى الْعَبْدُ فَيَقُوْلُ اَىْ قُلْ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَ اُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَ الْاِبِلَ وَ اَذَرْكَ تَرَاسُ وَ تَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَقُوْلُ اَفَظَنَنْتَ اَنَّىْ مُلَاقِىَّ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىَ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَكُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَ بِكِتَابِكَ وَ بِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتَ وَصُمْتَ وَ تَصَدَّقْتُ وَ يُثْنِىْ بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا ثُمَّ وَ يُقَالُ اَلْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَ يَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَ يُقَالُ لِفَخِذِهٖ اَنْطِقِىْ

فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَ لَحْمُهٗ وَ عِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَ ذٰلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ فَذٰلِكَ الْمُنَافِقُ وَ ذٰلِكَ الَّذِىْ سَخِطَ اللّٰهُ ☆

"তৎপরে এক বান্দা খোদার দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন খোদা বলিবেন, হে অমুক, আমি কি তোমাকে গৌরবান্বিত করি নাই ? আমি কি তোমাকে নেতা করি নাই ? আমি কি তোমার স্ত্রী নির্দ্ধারিত করি নাই ? আমি কি তোমার জন্য অশ্ব ও উষ্ট্রগুলিকে অনুগত করি নাই ? আমি কি তোমাকে সমাজের প্রধান হইতে ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে সুযোগ প্রদান করি নাই? তদুত্তরে সে বলিবে, হাঁ। তৎপরে আল্লাহ বলিবেন, তুমি কি ইহা ধারণা করিয়াছিলে যে, নিশ্চয় তুমি আমার দরবারে উপস্থিত হইবে? সে বলিবে না। তখন খোদা বলিবেন, তুমি যেরূপ আমাকে ভুলিয়া ছিলে, সেইরূপ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে নিজের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিলাম। তৎপরে দ্বিতীয় ব্যক্তি খোদার দরবারে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ বলিবে।

তৎপরে তৃতীয় ব্যক্তি খোদার দরবারে উপস্থিত হইলে, খোদা তাহাকে ঐরূপ বলিবেন। তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার উপর, তোমার কেতাবের উপর ও তোমার রাছুলগণের উপর ইমান আনিয়াছিলাম, নামাজ ও রোজা করিয়াছিলাম, ছদকা প্রদান করিয়াছিলাম এবং সে যথাসাধ্য সৎ কার্য্যের প্রশংসা করিবে, তখন আল্লাহ বলিবেন, এই স্থলেই স্থির হও, (তোমার কথার সত্যতা অনুসন্ধান করা হউক) তৎপরে বলা হইবে, এক্ষণেই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রেরণ করিব। সে মনে মনে বলিবে, কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তখন তাহার মুখে মোহর মারিয়া দেওয়া হইবে (তাহাকে বোবা করিয়া দেওয়া হইবে) এবং তাহার জানুকে বলা হইবে, তুমি কথা বল। তখন তাহার জানু, মাংস অস্থিগুলি তাহার কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সে ব্যক্তি মোনাফেক (কপট) ছিল এবং আল্লাহ তাহার উপর কোপান্বিত ছিলেন, তাহার নিজের আপত্তি খণ্ডন করা উদ্দেশ্যে ইহা করা হইবে।

ছুরা হুদ, ২ রুকু,—

أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

"তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে। এবং সাক্ষিগণ বলিবেন, ইহারাই নিজেদের প্রতিপালকের উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল, সাবধান! অত্যাচারিদিগের উপর খোদার অভিসম্পাত হউক।"

ছুরা নেছা, ৬ রুকু,—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝

"তৎপরে কি অবস্থা হইবে—যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী আনয়ন করিব এবং আমি তোমাকে ইহাদের উপর সাক্ষী আনিব। সেই দিবস যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছিল এবং রাছুলের অবাধ্যতা করিয়াছিল, তাহারা কামনা করিবে যে যদি তাহাদের সহিত মৃত্তিকাকে তুল্য করা হইত, (তবে উত্তম হইত) এবং তাহারা আল্লাহতায়ালা হইতে কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না।"

ছুরা বাকারা ১৭ রুকু,—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"এইরূপ আমি তোমাদিগকে মধ্যম (ন্যায়পরায়ণ) উম্মত করিয়াছি, যেন তোমরা লোকদিগের উপর সাক্ষ্যদাতা হইতে পার এবং রাছুল তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হইবেন।"

কেয়ামতের দিবস হজরত নুহ (আঃ) এর উম্মতগণ খোদাতায়ালার নিকট বলিবে যে, আমাদের নিকট তোমাদের কোন অহি নাজেল করা হয় নাই এবং কোন নবী আমাদিগের নিকট তোমার কোন সংবাদ পৌছাইয়া দেন নাই।

তখন আল্লাহতায়ালা হজরত নুহ (আঃ) কে ডাকিয়া বলিবেন, তুমি কি তোমার উম্মতদিগকে আমার প্রত্যাদেশ (অহি) পৌছাইয়া দাও নাই ? তদুত্তরে তিনি বলিবেন হাঁ, খোদা, আমি তোমার আদেশ তাহাদিগকে পৌছাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহা অমান্য করিয়াছিল। তাহারা বলিবে, খোদা নুহ মিথ্যা কথা বলিতেছেন।

আল্লাহ বলিবেন, হে নুহ, তুমি কি নিজের দাবি সপ্রমাণ করিতে কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পার ?

তিনি বলিবেন, হাঁ, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতগণ আমার এই দাবির সাক্ষী আছেন। আল্লাহ উম্মতে-মোহাম্মদীকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা বলিবেন, হাঁ, খোদা, আমরা জানি, হজরত নুহ (আঃ) নিজের উম্মতগণকে বহুকাল তোমার দীনের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তার বা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করে নাই।

হজরত নুহ (আঃ) এর উম্মতগণ বলিবে, উম্মতে-মোহাম্মদী আমাদের বহুকাল পরে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা কিরূপে আমাদের অবস্থা অবগত হইবেন ?

উম্মতে-মোহাম্মদী বলিবেন, খোদা হজরত নুহ (আঃ) এর দ্বীন প্রচারের অতিরিক্ত সাধ্য-সাধনার ও তাঁহার উম্মতের অতি মাত্রায় অবাধ্যতার সংবাদ তুমিই অহি দ্বারা তোমার নবি মোহাম্মদ (ছাঃ) কর্ত্তৃক আমাদিগকে অবগত করাইয়া দিয়াছিলেন, তোমার অহি অকাট্য সত্য।

আল্লাহ তখন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে তাঁহার উম্মতের দাবির সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আদেশ করিলে, তিনি বলিবেন, হাঁ, খোদা, আমার উম্মতেরা যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্য, তুমি ছুরা নুহ ইত্যাদি নাজেল করিয়া তাহাদের সংবাদ আমাদিগকে অবগত করাইয়া দিয়াছিলেন। তখন হজরত নুহ (আঃ) এর উম্মতগণ নিরুত্তর হইয়া যাইবে।

এইরূপ প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ নবীর ধর্ম্ম প্রচারের কথা অস্বীকার করিলে, উক্ত নবি নিজ ধর্ম্ম প্রচারের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন এবং তাঁহার দাবির সত্যতা সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতগণ ও স্বয়ং হজরত (ছাঃ) সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যখন তাহারা নিরুত্তর হইয়া যাইবে, তখন বলিবে, নিশ্চয় আমরা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রম করিয়াছি, কিন্তু শয়তান ও আমাদের নেতাগণ আমাদিগকে বিপদগামী করিয়াছিল, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি নিক্ষেপ কর, আমাদিগকে পুনরায় দুনইয়াতে প্রেরণ কর, আমরা তথায় গমন করিয়া সৎকার্য্য করিব এবং তোমার আদেশ পালন করিব। তখন আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তোমাদের আপত্তি গ্রহণীয় হইবে না, তোমাদিগকে বুঝাইয়বার যেরূপ হক ছিল তাহা আমি পূর্ণ করিয়াছি, বহুকাল তোমাদিগকে অবকাশ দিয়াছি এখন তোমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা সম্ভব নহে। তৎপরে কাফেরদিগের সমস্ত নেকী নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাদের গোনাহগুলি স্থায়ী থাকিবে, কেননা তাহারা যে

সৎ কার্য্যগুলি প্রতিমাগুলির জন্য করিয়াছিল, তৎসমস্ত আল্লাহতায়ালার দরবারে মকবুল হইবে না, আর যে সৎকার্য্যগুলি খোদার জন্য করিয়াছিল, তাহাদের খোদাকে না চিনিবার ও তাঁহার আদেশ অমান্য করার জন্য এবং দুনইয়াতে উহার বিনিময় পাওয়ার জন্য আখেরাতে কোন বিনিমিয় প্রাপ্ত হইবে না।

কোর-আন ছুরা এবরাহিম ৩ রুকু,—

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۣ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

"যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সহিত ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, তাহাদের কার্যকলাপ ভষ্মের ন্যায়—যাহার উপর প্রবল ভাবে ঝটীকার দিবস বায়ু প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল তদ্দারা কোন বিষয় লাভ করিতে সক্ষম হইবে না, ইহা সুদুর ভ্রান্তি।"

সেই সময় হজরত আদম (আঃ) কে দোজখের খোরাক বাহির করিয়া দিতে বলা হইবে।

ছুরা মোজ্জাম্মেল,—

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا ۝ اۨلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝

"তোমরা যদি ধর্ম্মদ্রোহিতা কর, তবে কিরূপে উক্ত দিবস নিষ্কৃতি পাইবে—যে দিবস বালকদিগকে বৃদ্ধাবস্থায় পরিণত করিবে, উহার জন্য আছমান খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যম্ভাবী।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ، قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَّ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ فَعِنْدَهٗ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ ☆

"আল্লাহতায়ালা বলিবেন, হে আদম, ইহাতে তিনি বলিবেন, আমি উপস্থিত আছি, তোমার হুকুম প্রতিপালনে সহায়তা করিতে তৎপর আছি এবং সমস্ত কল্যাণ তোমার আয়ত্বধীনে আছে। আল্লাহ বলিবেন, তুমি দোজখের উপযুক্ত লোকদিগকে বাহির করিয়া দাও। আদম বলিবেন, দোজখের উপযুক্ত কি পরিমাণ হইবে ? আল্লাহ বলিবেন, প্রত্যেক সহস্র হইতে ৯৯৯ জনকে বাহির করিয়া দাও। সেই সময় বালক বৃদ্ধ হইয়া যাইবে।"

এমতস্থায় আল্লাহতায়ালার হুকুম হইবে, যে ব্যক্তি খোদা ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিয়াছিল, সে যেন তাহার নিকট হইতে বিনিময় প্রার্থনা করে। তখন পৌত্তলিকদিগের সমক্ষে শয়তান সকল প্রকাশিত হইবে, কেননা তাহারাই প্রতিমাগুলির মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে স্বপ্নযোগে কিম্বা জাগরিত অবস্থায় নানা প্রকার ছলনা দ্বারা ভ্রান্ত করিত। যাহারা হজরত ইছার কিম্বা ফেরেস্তাগণের অথবা অলিগণের উপাসনা করিত, যেহেতু তাঁহারা এইরূপ কার্য্য হইতে নারাজ ছিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে শয়তানেরা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, উক্ত শয়তানগুলি তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহারাই কি তোমাদের উপাস্য ছিল, তাহারা তাহাই স্বীকার করিবে। ফেরেশতাগণ বলিবেন, তোমরা উহাদের সঙ্গে গমন কর, উহারা তোমাদের সৎ অসৎ কার্য্যগুলির বিনিময়ে প্রদান করিবে।

কাফেরেরা পিপাসায় অধীর হইয়া তাহাদের নিকট পানি যাচ্ঞা করিবে, তখন তাহাদের পক্ষে পানির ন্যায় মরিচিকা পরিলক্ষিত হইবে। যখন তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইবে, উহা দোজখের অগ্নি হইবে, তাহাদিগকে ধরিয়া লইবে। ফেরেশতাগণ কতকগুলি লোককে মুখ, কেশ, মস্তক ও পা ধরিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে।

ছুরা কলম, ২ রুকু,—

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝

যে দিবস আল্লাহতায়ালার মহা কোপ প্রকাশিত হইবে এবং উক্ত কাফেরেরা ছেজদার দিকে আহুত হইবে, কিন্তু তাহারা (ছেজদা করিতে) সক্ষম হইবে না, তাহাদের চক্ষু নত হইবে ও তাহাদিগকে লাঞ্ছনা পরিবেষ্টন করিবে, অথচ তাহারা (দুনইয়াতে) সুস্থ অবস্থায় ছিল, তখন ছেজদার জন্য আহুত।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهٖ فَيَسْجُدُ لَهٗ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَّ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَّ سُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهٗ طَبَقًا وَّاحِدًا ☆

"হজরত বলিতেছেন, আমার প্রতিপালক মহা কোপ প্রকাশ করিবেন, তখন প্রত্যেক ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহাকে ছেজদা করিবে। আর যে ব্যক্তি লোকদিগকে দেখাইবার ও শুনাইবার জন্য দুনইয়াতে ছেজদা করিত, সে ব্যক্তি ছেজদা করিতে যাইবে, কিন্তু তাহার পৃষ্ঠদেশ একখানা তক্তার (কাষ্ঠ কলকের) ন্যায় হইয়া যাইবে।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعَ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقٰى اَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَ الْاَنْصَابِ اِلَّا يَتَسَا قَطُوْنَ فِى النَّارِ ☆

"কেয়ামতের দিবস একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, প্রত্যেক দল যে স্তর উপাসনা করিত, তাহারা যেন তাহার পশ্চাদগামি হয়। তখন যে কেহ আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমা, বৃক্ষ ও প্রস্তরগুলির উপাসনা করিত, দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

কোর-আন ছুরা নুর,—

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

"এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, তাহাদের কার্য্যগুলি ময়দানস্থিত মরিচিকার ন্যায় হইবে—যাহাকে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি পানি ধারণা

করিয়া থাকে, এমন কি যখন সে উহার নিকট উপস্থিত হইবে তথায় কোন বস্তু পাইবে না এবং আল্লাহর (শাস্তিকে) উহার নিকট প্রাপ্ত হইবে এবং তিনি তাহাকে পূর্ণভাবে উহার হিসাব প্রদান করিবেন এবং আল্লাহ সত্বর হিসাব প্রদানকারী।"

তফছিরে-মাদারেকে আছে,—

"কাফেরেরা পিপাসায় অধীর হইয়া দূরে পানির ন্যায় দেখিয়া সেই দিকে ধাবিত হইবে, তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া অগ্নি দেখিতে পাইবে, যখন তাহারা তথা হইতে পলান করিতে ইচ্ছা করিবে, উক্ত অগ্নি তাহাদিগকে ধরিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে।"

কোর-আন ছুরা রহমান,—

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ ۝ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

"গোনাহগারেরা নিজেদের চেহারা দ্বারা পরিচিত হইবে, তৎপরে (তাহাদের) মস্তকের কেশ সকল ও পাগুলি সমেত ধৃত করা হইবে। (বলা হইবে) ইহা ঐ দোজখ—যাহার উপর গোনাহগারেরা অসত্যা রোপ করিত।"

যখন কাফেরদিগের সমস্ত দলকে দোজখের ময়দানের এক পার্শ্বে একত্রিত করা হইবে, তখন শয়তান অগ্নির স্তুপের পর দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত লোককে আহ্বান করিবে। তাহারা মনে মনে বলিবে, বোধ হয়, সে তাহাদিগকে চক্র করিয়া রক্ষা করিবে, সে কি বলিবে, তাহা নিম্ন আয়তে লিখিত আছে,—

ছুরা এবরাহিম ৩ রুকু,—

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

"আর যে সময় কার্য্য মীমাংসা করা হইবে, তখন শয়তান বলিবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সহিত সত্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তৎপরে তোমাদের সহিত (অঙ্গীকার) ভঙ্গ করিয়াছে, আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম, ইহাতে তোমরা আমার আহ্বান গ্রহণ করিয়াছিলে, ইহা ব্যতীত তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করিও না এবং নিজেদের আত্মাকে তিরস্কার কর, আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমাকে যে বিষয়ে শরিক স্থির করিয়াছিলে, নিশ্চয় আমি উহা অস্বীকার করিয়াছিলাম। নিশ্চয় অত্যাচারিদিগের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।"

ছুরা এব্রাহিম ৩ রুকু,—

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

এবং তাহারা সকলেই আল্লাহতায়ালার সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে, ইহাতে দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ অহঙ্কারিদিগকে বলিবে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম, এক্ষণে তোমরা কোন প্রকারে আমাদিগকে খোদার শাস্তি হইতে নিস্কৃতি প্রদান করিতে পার কিনা ? তাহারা বলিবে, যদি আল্লাহ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতেন, তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতাম। এক্ষণে আমরা অস্থির হই কিম্বা ধৈর্য্য ধারণ করি আমাদের পক্ষে সমান, আমাদের মুক্তি নাই।"

ছুরা আরাফ, ৪ রুকু,—

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ

قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۥ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَعْلَمُوْنَ ۝ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

"আল্লাহ বলিবেন, তোমরা এইরূপ জ্বেন ও মনুষ্য সম্প্রদায় সকলের মধ্যে প্রবেশ কর—যাহারা তোমাদের পূর্ব্বে দোজখে গিয়াছে। যখনই এক সম্প্রদায় (তথায়) প্রবেশ করিবে, তখন তাঁহার ক্ষমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিবে, এমন কি যখন তাহারা সমস্তই উহার মধ্যে মিলিত হইবে তখন তাহাদের শেষ দল প্রথম দলকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, ইহারাই আমাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছিল, কাজেই তুমি ইহাদিগকে দোজখের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর। আল্লাহ বলিবেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দ্বিগুণ শাস্তি হইবে কিন্তু তোমরা অবগত নও এবং তাহাদের প্রথম দল তাহাদের শেষ দলকে বলিবে, আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, কাজেই তোমরা যাহা অর্জ্জন করিতে, তজ্জন্য শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।"

ছুরা ফোরকান, ২ রুকু,—

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا

السَّبِيْلَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢ بُوْرًا ۝

"এবং যে দিবস আল্লাহ তাহাদিগকে (মোশরেকদিগকে) এবং তাহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে পূজা করিত, তাহাদিগকে সমবেত করিবেন, তখন আল্লাহ বলিবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাগণকে ভ্রান্ত করিয়াছিলে, কিম্বা তাহারাই কি পথভ্রান্ত হইয়াছিল? তাহারা বলিবেন, তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছি, আমাদের পক্ষে উচিত নহে যে, তোমা ব্যতীত অন্যদিকে সহায়ক গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃগণকে পার্থিব সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহারা জেকর ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা ধ্বংসশীল সম্প্রদায়।"

উক্ত ছুরা ফোরকান, ৩ রুকু,—

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۝ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ۝ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ۝

"এবং যে দিবস অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের হস্তদ্বয় দন্ত দ্বারা

কামড়াইয়া বলিবে, আমার পক্ষে কি উৎকৃষ্ট হইত — যদি আমি রাছুলের সহিত পথ স্থির করিতাম। আমার পক্ষে কি ভাল হইত— যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম। নিশ্চয়ই সে আমাকে কোর-আন কিম্বা উপদেশ-বাণী হইতে যখন উহা আমার নিকট আসিয়াছিল, ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং শয়তান মনুষ্যের লাঞ্ছনা প্রদানকারী।"

ছুরা, শোয়ারা, ৫ রুকু,—

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۝ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۝ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"এবং ভ্রান্তদিগের জন্য দোজখ প্রকাশ করা হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে উপাসনা করিতে তাহারা কোথায়? তাহারা কি তাহাদিগকে সহায়তা করিতে পারিবে? কিম্বা তাহাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে? তৎপরে তাহারা ও

ভ্রান্তগণ এবং শয়তানের সৈন্যগণকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহারা উহার মধ্যে কলহ করিতে করিতে বলিবে, খোদার শপথ, নিশ্চয়ই আমরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম—যে সময় আমরা তোমাদিগকে জগতবাসিদিগের প্রতিপালকের সহিত সদৃশ স্থির করিতাম। এবং দুষ্কৰ্ম্মশীলগণ ব্যতীত আমাদিগকে কেহ ভ্রান্ত করে নাই, এক্ষণে আমদের কোন সুপারিশকারী নাই এবং দুঃখের সহায়ক কোন বন্ধু নাই। অনন্তর যদি আমাদের দুনইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকরার সুযোগ হয়, তবে আমরা বিশ্বাসিদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।"

ছুরা কাছাছ, ৭ রুকু,—

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ج تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ز مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ۝ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ج لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ۝

"যে দিবস আল্লাহ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, কোথায় আমার শরিকগণ—যাহাদিগকে তোমরা (শরিক বলিয়া) দাবি করিতে ? যাহাদের উপর দোষ সপ্রমাণ হয় তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এই লোকদিগকে আমরা ভ্রান্ত করিয়াছিলাম। যেরূপ আমরা ভ্রান্ত হইয়াছিলাম, সেইরূপ আমরা তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছিলাম। আমরা তাহাদের উপর

নারাজ, তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, তাহারা আমাদের উপাসনা করিত না। আর বলা হইবে, তোমরা নিজেদের শরিকগণকে আহ্বান কর, ইহাতে তাহারা উক্ত শরিকগণকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা ইহাদের কথার উত্তর দিবে না এবং শাস্তি দেখিতে পাইবে। (তখন তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিবে), যদি তাহারা দুনইয়াতে সৎপথ প্রাপ্ত হইত, (তবে পরকালে এই শাস্তি দেখিত না)।"

ছুরা আহজাব, ৯ রুকু,—

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ
اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝ وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ
اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَ نَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝ رَبَّنَآ
اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝

"যে দিবস তাহাদের মুখাকৃতি দোজখে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহারা বলিবে, যদি আমরা আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন ও রাছুলের আদেশ পালন করিতাম, (তবে উত্তম হইত)। আর তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতাগণের এবং প্রধানগণের আদেশ পালন করিয়াছিলাম, এই হেতু তাহারা আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছিল, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর ও তাহাদের উপর মহা অভিসম্পাত প্রদান কর।"

সুরা নহল, ১২ রুকু,—

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَ هُمْ قَالُوْا رَبَّنَا
هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ

فَالْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۚ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ۣالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

"এবং যে সময় মোশরেকগণ নিজেদের (কল্পিত) শরিকগণকে দেখিবে, তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, ইহারাই আমাদের সেই শরিকগণ— তোমা ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিতাম। তখন তাহারা তাহাদের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, সত্যই তোমরা মিথ্যাবাদী এবং সেই দিবস তাহারা আল্লাহতায়ালার সহিত নম্রতা প্রকাশ করিবে এবং তাহারা যাহা মিথ্যারোপ করিত, তাহা তাহাদিগ হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে।"

অর্থাৎ পীর বোজর্গগণকে লোকে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পূজা, করিয়াছিল, তাঁহারা নির্দ্দোষ ছিলেন, কাজেই তাঁহারা মোশরেক দিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত করিবেন।

—ছাবা, ৪ রুকু,—

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ۣالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ

جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"এবং যদি তুমি দেখ, যে সময় অত্যাচারীগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের একদল অন্য দলের কথার প্রতিবাদ করিবে—যাহারা দুর্ব্বল অনুমিত হইয়াছিল, তাহারা পরাক্রান্ত লোকদিগকে বলিবে, যদি তোমরা না হইতে, তবে আমরা বিশ্বাসী হইতাম। পরাক্রান্তগণ দুর্ব্বল বিবেচিত দিগকে বলিবে, আমরাই তোমাদিগকে সত্য পথ হইতে, যখন উহা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, বাধা প্রদানকরিয়াছিলাম ? বরং তোমরাই দুষিত ছিলে এবং দুর্ব্বলগণ পরাক্রান্ত লোকদিগকে বলিবে, বরং রাত্র দিবার আবর্ত্তন (কালের চক্র) (আমাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছিল) যে সময় তোমরা আমাদিগকে আল্লাহতায়ালার উপর অবিশ্বাস করিতে এবং তাহার জন্য অংশী সকল স্থির করিতে আদেশ করিতেছিলে এবং যে সময় তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে, আর আমি ধর্ম্ম-দ্রোহিদিগের গলদেশে গলবন্ধন স্থাপন করিব, সেই সময় তাহারা মনে মনে লজ্জা অনুভব করিবে। তাহারা যাহা করিত, তাহার প্রতিফল প্রদান করা হইবে।"

ছুরা আম্বিয়া ৭ রুকু,—

اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ط

وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا يَسْمَعُوْنَ○

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى ، اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لا

"নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগের উপাসনা করিতে তাহারা দোজখের ইন্ধন হইবে, তোমরা উহার মধ্যে উপস্থিত হইবে। যদি ইহারা (দেবতাগণ) প্রকৃত উপাস্য হইত, তবে উহার মধ্যে প্রবেশ করিত না এবং সকলেই উহার মধ্যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহারা উহার মধ্যে বিকট চিৎকার করিবে এবং তাহারা উহার মধ্যে শুনিতে পাইবে না।

নিশ্চয় যাহাদের জন্য আমার পক্ষ হইতে কল্যাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (ফেরেশতাগণ, নবিগণ ও পীর অলিগণ), তাঁহারা উক্ত দোজখ হইতে দূরে থাকিবেন।"

ছুরা আল এমরাণ, ৯ রুকু,—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ

مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ط

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

"নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে এবং তাহারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাঁহাদের কাহারও পক্ষ হইতে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ গ্রহণ করা হইবে না—যদি সে তদ্দ্বারা বিনিময় প্রদান করে। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে এবং তাহাদের জন্য সহায়তাকারী হইবে—।"

ছুরা মায়েদা, ৪ রুকু,—

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝

"নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে, যদি তাহাদের জন্য পৃথিবীস্থ সমস্থ বস্তু ও তত্তুল্য বস্তু এই হেতু থাকে যে, তদ্দ্বারা কেয়ামতের শাস্তি হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।"

ছুরা মায়ারেজ, ১ রুকু,—

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ۢ بِبَنِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ۝ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ ۝ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝ كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظٰى ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝ تَدْعُوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعٰى ۝

"গোনাহগার কামনা করিবে—যদি সে নিজের পুত্রগণকে, নিজের স্ত্রীকে নিজের ভ্রাতাকে, নিজের গৃহকে—যাহা তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে, ও পৃথিবীর অধিবাসী সমস্ত লোককে সেই দিবসের শাস্তি হইতে বিনিময় প্রদান করে, তৎপরে সে তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করে, কখনও হইবে না। নিশ্চয় উহা উত্তপ্ত অগ্নি, হৃদপিণ্ডকে আকর্ষণ করিবে, যে ব্যক্তি পশ্চাদগামী ও বিমুখ হইয়াছে, তাহাকে ডাকিবে এবং একত্রিত করিবে এবং নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিবে।"

দ্বিতীয় ওয়াজ

দোজখের বিবরণ

তেরমেজি, আবুদাউদ ও নাছায়ী,—

قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَ اِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَ عِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَ عِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَ عِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَ عِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَّا يَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহ বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জিবরাইলকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি (উহার মধ্যে) গমন পূর্ব্বক উহার অবস্থা পরিদর্শন কর। ইহাতে তিনি তথায় গমন পূর্ব্বক উহার দিকে এবং আল্লাহ উহার অধিবাসিগণের জন্য উহার মধ্যে যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তোমার গৌরবের শপথ, যে কেহ উহার অবস্থা শ্রবণ করিবে, সে উহার মধ্যে প্রবেশ করার গভীর আকাঙ্খা করিবে। তৎপরে খোদা

উহাকে বিবিধ কষ্ট দায়ক বস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টন করতঃ বলিলেন, হে জিবরাইল তুমি (তথায়) গমন পূর্ব্বক উহার অবস্থা পরিদর্শন কর। ইহাতে তিনি (তথায়) গমন পূর্বক উহার অবস্থা পরিদর্শন পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তোমার সম্মানের শপথ, আমি আকাঙ্খা করি যে, উহার মধ্যে কেহ প্রবেশ করিবেনা।

তৎপরে আল্লাহ যে সময় দোজখ সৃষ্টি করিলেন, বলিলেন, হে জিবরাইল, তুমি (উহার মধ্যে) গমন পূর্ব্বক উহার অবস্থা পরিদর্শন কর। তিনি (তথায়) গমন পূর্ব্বক উহার অবস্থা পরিদর্শন করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তোমার গৌরবের শপথ, যে কেহ উহার অবস্থা শ্রবণ করিলে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না। তৎপরে তিনি কাম্য বস্তুগুলি দ্বারা উহার বেষ্টন করিয়া বলিলেন, হে জিবরাইল তুমি (তথায়) গমন করিয়া উহার অবস্থা পরিদর্শন কর, ইহাতে তিনি (তথায়) গমন করিয়া উহার অবস্থা তদন্ত করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তোমার গৌরবের শপথ নিশ্চয় আমার আকাঙ্খা হইয়াছে যে, কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বাকি থাকিবে না।

ছহিহ তেরমেজি,—

قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلَمَةٌ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, সহস্র বৎসর দোজখের অগ্নি উত্তপ্ত করা হইয়াছিল, এমন কি উহা লৌহ বর্ণের হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে সহস্র বৎসর উহা উত্তপ্ত করা হইয়াছিল, এমন কি উহা শ্বেত বর্ণের হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে সহস্র বৎসর উহা উত্তপ্ত করা হইয়াছিল, এমন কি উহা অতি কাল বর্ণের হইয়া গিয়াছিল, এখন উহা অতি কাল অন্ধকারময় হইয়া আছে।"

ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের অগ্নি দোজখের অগ্নির ৭০ ভাগের এক ভাগ দাহন শক্তি সম্পন্ন।"

ছহিহ বোখারি,—

وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, দোজখ নিজের প্রতিপালকের নিকট অনুযোগ উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার কতক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন আল্লাহ তাহাকে দুইটি নিশ্বাস— শীতকালে একটী নিশ্বাস এবং গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তোমরা যে কঠিন উত্তাপ অনুভব করিয়া থাক, ইহা উহার উত্তপ্ত বায়ুর অংশ, আর তোমরা যে কঠিন শীত অনুভব করিয়া থাক, ইহা উহার শৈত্যের অংশ।"

কোর-আন ছুরা হিজর,—

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝

" উক্ত দোজখের সাতটী দ্বার আছে তন্মধ্য হইতে প্রত্যেক দ্বারের জন্য নির্দ্ধারিত অংশ আছে।"

"দোজখরে সাতটী তবকা আছে, প্রথম তবকা গোনাহ্‌গার ইমানদারদিগের জন্য কিম্বা উক্ত কাফেরদিগের জন্য—যাহারা কোন নবীর সহায়তা করিয়াছিলেন, এক তবকা মোশরেকদিগের জন্য, এক তবকা অগ্নি উপাসকদিগের জন্য, এক তবকা নাস্তিকদিগের জন্য, এক তবকা মোলহেদ কাফেরদিগের জন্য, এক তবকা য়িহুদী কাফেরদিগের জন্য, এক তবকা খ্রীষ্টান কাফেরদিগের জন্য, এক তবকা মোনাফেকদিগের জন্য নির্দ্ধারিত আছে। প্রথম তবকার নাম জহিম, দ্বিতীয় তবকার নাম জাহান্নাম, তৃতীয় তবকার নাম ছইর, চতুর্থ তবকার নাম ছাকার, পঞ্চম তবকার নাম লাজা, ষষ্ঠ তবকার নাম হাবিয়া এবং সপ্তম তবকার নাম হোতমা।

উহার মধ্যে বড় বড় ময়দান আছে, উহাতে বিবিধ প্রকারের শাস্তি রহিয়াছে। উহার মধ্যে গাই নামক একটী স্থান আছ, যাহার তাপ হইতে দোজখিরা দৈনিক ৪ শত বার উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া থাকে।

কোর-আন, ছুরা মরএম, রুকু—৩

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝

"তৎপরে তাহাদের পশ্চাতে একদল আগমন করিল—তাহারা নামাজ নষ্ট করিল এবং রিপুর কামনা সমুহের অনুসরণ করিল, তাহারা অচিরে 'গাই' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করিবে।

জোব্বোল হোজন নামক একটি ময়দান আছে।

তেরমেজি,—

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا

جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ

اَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَنْ يَّدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ

الْمُرَائُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহতায়ালার নিকট জোব্বোল-হোজ্জন হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা, জোব্বোল- হোজ্জন কি ? তিনি বলিলেন, উহা দোজখের একটী গভীর ময়দান, জাহান্নাম প্রত্যেক দিবস চারি শত বার উহা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া থাকে। লোকে বলিল, ইয়া রাছুলে খোদা, কোন্ ব্যক্তি উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে ? তিনি বলিলেন, যে কারিগণ (কিম্বা দরবেশগণ) নিজেদের কার্য্যগুলি লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।"

দোজখের দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে একটি গভীর ময়দান— উপত্যকা ভুমি আছে, উহাতে দোজখীদের বিগলিত রক্ত ও পুঁজ সংগৃহীত হইয়া থাকে। উহার তলদেশে পতিত হইতে দোজখিদের অনেক কাল অতিবাহিত হইবে, উহাকে 'ওয়েল' বলা হয়।

ছুরা হোমাজা,— وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۨ ۙ

প্রত্যেক অপবাদকারী বিদ্রূপকারীর জন্য 'ওয়েল' রহিয়াছে।

ছুরা তৎফিফ,—

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُوْنَ ۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۙ

"অসম্পূর্ণ পরিমাণ কারিদিগের জন্য 'ওয়লে' রহিয়াছে—যাহারা যে সময়ে লোকের নিকট হইতে পরিমাণ করিয়ালয়, তখন সম্পূর্ণ গ্রহণ করে এবং যে সময়ে তাহাদিগকে পরিমাণ করিয়া দেয়, কিম্বা তাহাদিগকে তৌল করিয়া দেয়, কম করিয়া দেয়।"

ছুরা মাউন,—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

"অনন্তর উক্ত নামাজানুষ্ঠানকারিদের জন্য 'ওয়েল'—যাহারা আপন নামাজ হইতে অমনোযোগী যাহারা লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য করে এবং জাকাত প্রদান করে না (অথচ সাধারণের উপকারী গৃহ-বস্তু নিষেধ করে)।"

ছুরা মোরছালাত,—

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

"সেই দিবস অসত্যারোপকারিদিগের জন্য 'ওয়েল' আছে।"

দোজখ হবহব নামে একটী ময়দান আছে।

তেরমেজি,—

قَالَ إِنَّ فِيْ جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّارٍ ☆

"নিশ্চয় দোজখের মধ্যে একটী ময়দান আছে, উহাকে হবহব বলা হয়, উহাতে প্রত্যেক পরাক্রান্ত অত্যাচারি অবস্থিতি করিবে।"

দোজখে একটী পাহাড় আছে, উহাকে 'ছউদ' বলা হয়।

তেরমেজি,—

اَلصُّعُوْدُ جَبَلٌ مِّنْ نَّارٍ يُتَصَعَّدُ فِيْهِ خَرِيْفًا وَ يُهْوٰى بِهٖ كَذٰلِكَ فِيْهِ اَبَدًا ☆

"ছউদ" একটী আগ্নেয়গিরি—দোজখিকে উহাতে ৭০ বৎসর আরোহন করান হইবে এবং এইরূপ উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে, সর্ব্বদা এইরূপ করা হইবে।"

দোজখে একটী কারাগার আছে, উহার নাম বুলাছ।

তেরমেজি,—

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْ صُوْرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَس تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْبَارِ يُسْكَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ

"হজরত বলিয়াছেন, অহঙ্কারিগণ কেয়ামতের দিন মনুষ্যদিগের আকৃতিতে পিপীলিকা তুল্য পুনর্জীবিত হইবে, প্রত্যেক স্থান হইতে তাহাদিগকে লাঞ্চনা পরিবেষ্ঠন করিবে, তাহারা 'বুলাছ' নামীয় দোজখের কারাগারের দিকে বিতাড়িত হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি দগ্ধ করিবে, তাহাদিগকে দোজখিদিগকে বিগলিত পুঁজরক্ত পান করান হইবে।

দোজখে 'জমহরির" নামক একটী স্থান আছে, তথায় অতিরিক্ত শৈত্য রহিয়াছে।

হামিম নামীয় একটী উত্তপ্ত পানির কূপ আছে।

তিনাতোল খাবাল নামক একটী কূপ আছে, তথায় দোজখিদের বিগলিত মাংস সংগৃহীত রহিয়াছে।

ছহিহ মোছলেম,—

اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا لِمَنْ يَّشْرِبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يِسْكِيَه‘ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে অঙ্গীকার আছে যে নেশাকর বস্তু পানকারীকে তিনাতোলখাবাল পান করাইবেন। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলেখোদা, তিনাতোল খাবাল কি ? তিনি বলিলেন, দোজখিদের বিগলিত মাংস।"

উক্ত দোজখে 'গাছছাফ' নামীয় একটী পুষ্করিণী আছে উহাতে কাফেরদের পুঁজরাশি প্রবাহিত হইয়া সংগৃহীত হয়।

তথায় 'গেছলিন' নামীয় একটী ঝরণা আছে, কাফেরদিগের অন্যান্য নাপাক দূর্গন্ধ বস্তু তথায় সংগৃহীত হয়।

ছুরা তাকাছোর,—

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ وَمَآ اَدْرٰئكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ۝ اِنَّهَاعَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

"কখনই না, (খোদার শপথ)অবশ্য সে হোতামাতে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তুমি কি জান যে হোতামা কি ? উহার খোদার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি— যাহা অন্তকরণ সমূহে সমুদিত হইবে। নিশ্চয় উহা তাহাদের উপর পরিব্যাপ্ত হইবে (তাহারা) দীর্ঘ স্তম্ভ সমুহে (আবদ্ধ হইবে)।"

ইহার ব্যাখ্যার জন্য মৎপ্রণীত আমপারার তফছির দেখুন।

ছুরা নেছা, ৮ রুকু,—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط

"নিশ্চয় যাহারা আমার আয়তগুলি অস্বীকার করিয়াছে, অচিরে আমি তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব। যখনই তাহাদের চর্ম্ম সকল দগ্ধীভূত হইয়া যাইবে। আমি তাহাদের চর্ম্ম-গুলি অন্য চর্ম্মগুলিতে পরিবর্ত্তিত করিব, যেন তাহারা শাস্তির অস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।"

এক ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের শরীর ৭ শত বার দগ্ধীভূত হইবে এবং পুনঃপুনঃ প্রস্তুত করা হইবে।

ছুরা মোদ্দাচ্ছের, ১ রুকু,—

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

"অচিরে আমি তাহাকে 'ছাকারে' নিক্ষেপ করিব, আর তুমি জান কি' ছাকার কি? উহা (শরীরের কোন অংশ বাকি রাখিবে না এবং বারম্ববার দগ্ধীভূত করিতে) ত্যাগ করিবে না উহা চর্ম্মকে কাল করিয়া দিবে, উহার উপর ১৯জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اِنَّ اَهْـوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَه' نَعْلاَنِ وَ شِرَاكَانِ مِنْ نَـارٍ يَـغْلِىَ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِىَ الْمِرْجَلُ مَا يَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّمِنْهُ عَذَابًا وَ انَّهُ لاَ هُوَنُهُمْ عَذَابًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় দোজখিদিগের মধ্যে সমধিক লঘু শাস্তিগ্রস্ত উক্ত ব্যক্তি হইবে—যাহার দুইখানা অগ্নির পাদুকা ও 'তাছমা' হইবে—এতদুভয়ের দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে, যেরূপ ডেক উচ্ছসিত হইয়া উঠে। সে উহা ধারণা করিবে না যে, কেহ তাহা অপেক্ষা সমধিক শাস্তিগ্রস্ত আছে, অথচ সেই ব্যক্তি সমধিক লঘু শাস্তিগ্রস্ত।"

ছহিহ বোখারি,—

اَهْـوَنُ اَهْـلِ الـنَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَّهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُه' ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আবু তালেব দোজখিদের মধ্যে সমধিক লঘু শাস্তিগ্রস্ত, তাহার পরিধেয় দুইখানা পাদুকা হইবে—এতদুভয়ের জন্য তাহার মস্তিস্ক উচ্ছসিত হইবে।"

ছহিহ মোছলেম,—

قَـالَ مِنْهُـمْ مَـنْ تَـاْخُـذُهُ الـنَّارُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَـاْخُـذُهُ النَّارُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى هُجْزَتِهٖ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى تَرْقُوَتِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, দোজখিদের মধ্যে কাহারও পদদ্বয়ের গাইট পর্য্যন্ত অগ্নি দগ্ধীভূত করিবে, কাহারও জানুদ্বয় পর্য্যন্ত, কাহারও কটিদেশ পর্য্যন্ত এবং কাহারও গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত অগ্নি দগ্ধভূত করিয়া ফেলিবে।

ছুরা মোমেনুন, ৬ রুকু,—

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۚ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ۝

"এবং যাহার পাল্লা সকল হাল্কা হইবে, তাহারাই নিজেদের আত্মাগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, দোজখে চিরস্থায়ী হইবে, অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিবে, এবং তাহারা উহার মধ্যে একটি (কিম্বা বিকৃত) চেহারাধারি হইবে।

ছহিহ তেরমেজি,—

قَالَ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ قَالَ تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهٗ الْعُلْيَا حَتّٰى تَبْلُغَ وَسْطَ رَاسِهٖ وَيَسْتَرْخٰى شَفَتُهٗ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهٗ ☆

"তাহারা দোজখের মধ্যে বিকট (কিম্বা বিকৃত) চেহারাধারি হইবে।" হজরত (ছাঃ) ইহার অর্থে বলিয়াছেন, অগ্নি তাহাকে দগ্ধীভূত করিবে, এমন কি তাহার উপরি ওষ্ঠ ফুলিয়া পড়িবে, এমন কি উহা তাহার মস্তকের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত পৌছিবে এবং তাহার নিম্ন ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়িবে, এমন কি উহা তাহার নাভি পর্য্যন্ত পৌছিবে।"

তেরমেজি ও আহমদ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَ الْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّاهُ النَّاسُ ☆

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কাফেরের জিহ্বা তিন মাইল কিম্বা ছয় মাইল টানিয়া লম্বা করা হইবে, লোকেরা উহা পদদলিত করিতে থাকিবে।"

ছুরা আ'রাফ, ৫ রুকু,—

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط

"তাহাদের জন্য দোজখের শয্যা এবং তাহাদের উপরে বালাপোশ (শামিয়ানা) হইবে।"

ছুরা এব্রাহিম, ৭ রুকু,—

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۝ سَرَا بِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

"এবং তুমি গোনাহগারদিগকে সেই দিবস শৃঙ্খল সমুহে আবদ্ধ দেখিবে, তাহাদের পিরহান গন্ধকের হইবে এবং অগ্নি তাহাদের চোহারাগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহার বিনিময় প্রদান করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।"

ছুরা রহমান ২ রুকু।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ☆

"তোমদের উভয় সম্প্রদায়ের (জ্বেন ও মনুষ্যের) উপর অগ্নিশিখা ও ধুম প্রেরণ করা হইবে, তৎপরে তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

ছুরা কাহাফ, ৪ রুকু,—

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

"নিশ্চয় আমি অত্যাচারিদিগের জন্য একটী অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি—উহা বেড়া সকল তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিবে। আর যখন তাহারা করুণ ভাবে যাজ্ঞা করিবে, তখন তাহাদিগকে পুঁজ-ক্লেদের ন্যায় এরূপ পানি প্রদান করা হইবে—যাহা মুখমণ্ডলগুলিকে দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিবে, কি মন্দ পানি ও কি মন্দ সুখ শান্তি !"

قَالَ لِسُرَادِقِ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ كُثُفٍ كُلُّ جِدَارٍ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ☆

"হজরত বলিয়াছেন, দোজখের অগ্নির বেড়া চারিটী পুরু প্রাচীর হইবে, প্রত্যেক প্রাচীর ৪০ বৎসরের ব্যবধান হইবে।"

ছুরা হজ্জ, ২ রুকু,—

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۚ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ ؕ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۚ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۚ

"তৎপরে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছিল, তাহাদের জন্য অগ্নির বস্ত্র সকল কর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া উত্তপ্ত পানি নিক্ষেপ করা হইবে, তদ্দ্বারা তাহাদের উদরস্থ বিষয়গুলি এবং চর্ম্মগুলি বিগলিত করা হইবে এবং তাহাদের জন্য লৌহের মুদগর সকল আছে, যখনই তাহারা দুঃখের জন্য উহার মধ্য হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে, উহার মধ্যে পুনরায় নিক্ষেপ করা হইবে এবং তোমরা দাহন যন্ত্রণার আস্বাদ গ্রহণ কর।"

ছুরা এবরাহিম, ৩ রুকু,—

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۙ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۙ

"তাহার পশ্চাতের দিকে দোজখ আছে এবং তাহাকে পুঁজক্লেদ পান করান হইবে, সে অতি কষ্টে ঢোক ঢোক উহা পান করিবে এবং

গলধঃকরণ করিতে সক্ষম হইবে না এবং প্রত্যেক স্থান হইতে তাহার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হইবে, অথচ সে মরিবে না এবং উহার পশ্চাতে কঠিন শাস্তি আছে।"

তেরমেজি,—

اِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلٰى رُؤُسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْهَمِيْمُ حَتّٰى يَخْلُصَ اِلٰى جَوْفِهٖ فَيَسْلُتُ مَا فِىْ جَوْفِهٖ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ هُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় উত্তপ্ত পানি তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইবে, ইহাতে উহার তাপ মস্তক হইতে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদরস্থ নাড়ি ভুঁড়ি ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিবে, এমন কি নিম্মদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে প্রস্তুত করা হইবে। ইহা صهر শব্দের অর্থ।"

ছুরা দোখান ৩ রুকু।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ۝ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ۝ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝

"নিশ্চয় সিজের বৃক্ষ গোনাহগারের খাদ্য—বিগলিত তাম্রের ন্যায় উহা উদর সমূহে উথলিয়া উঠে, যেরূপ উত্তপ্ত পানি উথলিয়া উঠে।

(ফেরেশতাগণকে বলা হইবে), তোমরা উক্ত ব্যক্তিকে ধৃত কর তৎপরে তাহাকে দোজখের মধ্যস্থলের দিকে সজোরে ধাক্কা দিয়া লইয়া যাও, তৎপরে তাহার মস্তকে উত্তপ্ত পানির শাস্তি নিক্ষেপ কর।"

ছুরা মোহাম্মদ, ২ রুকু—

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

"যেরূপ যে ব্যক্তি দোজখে চিরস্থায়ী হইবে এবং তাহাদিগকে উত্তপ্ত পানি পান করান হইবে, ইহাতে উহা তাহাদের নাড়ি ভুঁড়িগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিবে।"

ছুরা ওয়াকেয়া, ২ রুকু,—

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۵ مَآاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝

"বাম দিকস্থ সম্প্রদায়—তাহারা কাহারা ? (তাহারা) উত্তপ্ত বায়ু, উত্তপ্ত পানি ও ধুমের ছায়ায় থাকিবে— যাহা শীতল ও গৌরবজনক নয়। নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্ব্বে সুখ-স্বচ্ছন্দ বিশিষ্ট ছিল এবং মহা গোনাহর উপর হঠকারিতা করিত।"

উক্ত ছুরা,—

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۙ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۚ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۗ

"তৎপরে নিশ্চয়ই তোমরা হে ভ্রান্ত অসত্যারোপকারিগণ, সীজ বৃক্ষ হইতে ভক্ষণ করিবে, তৎপরে তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে, পরে উহার উপর উত্তপ্ত পানি পান করিবে, শেষে উষ্ট্রের পান করার ন্যায় পান করিবে।"

ছুরা নাবা, ১ম রুকু,—

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ جَزَآءً وِّفَاقًا ۗ

"তাহারা উহাতে উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ-ক্লেদ ব্যতীত শৈত্য এবং পানীয় বস্তুর আস্বাদ পাইবে না, উপযুক্ত পরিমাণ শাস্তি দেওয়া হইবে।"

ছুরা গাশিয়া,—

وَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۗ

"তাহাদের জন্য উক্ত 'জরি' ব্যতীত খাদ্য বস্তু নাই—যাহা পুষ্টিসাধন করে না ও ক্ষুধা দূরীভূত করে না।"

ছুরা মোজাম্মেল, ১ম রুকু,—

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً ۝ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝ وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلاً ۝

"এবং তুমি আমাকে এবং সুখ ভোগকারী অসত্যারোপকারিদিগকে ত্যাগ কর এবং তাহাদিগকে অল্প অবকাশ দাও। নিশ্চয় আমার নিকট শৃঙ্খল সকল, মহা অগ্নি, গলায় আবদ্ধ হয় এরূপ খাদ্য যন্ত্রদায়ক শাস্তি আছে—যে দিবস জমি ও পর্ব্বতমালা বিকম্পিত হইবে এবং বিক্ষিপ্ত বালুকা স্তুপ হইয়া যাইবে।"

ছুরা হাক্কাহ, ১ম রুকু, —

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَّلَاطَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لَا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝

"তোমরা তাহাকে ধৃত কর, তৎপরে উহার গলাতে গলবন্ধন নিক্ষেপ কর, তৎপরে তাহাকে দোজখে দাখিল কর, তৎপরে তাহাকে এরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর—যাহার পরিমাণ ৭০ গজ হয়। কেননা নিশ্চয় সে মহিমান্বিত খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত না এবং দরিদ্রকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করিত না, কাজেই তাহার জন্য এই স্থানে কোন বন্ধু এবং পুঁজ-ক্লেদ ব্যতীত কোন খাদ্য হইবে না, গোনাহগারেরা ব্যতীত কেহ উহা ভক্ষণ করিবে না।"

ছুরা মোলক, ১ রুকু,—

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۙ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ

"যে সময় তাহারা উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহারা উহার ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিবে এবং উহা উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে, ক্রোধভরে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে।"

ছুরা মোদাছছের, ১ রুকু,—

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ؕ

"অচিরে আমি তাহাকে 'ছউদ' পর্ব্বতে আরোহণ করাইব।"

ছহিহ তেরমেজি,—

لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِّنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِى الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلُ الدُّنْيَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি এক ডোল পুঁজ-রক্ত দুনইয়াতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই দুনইয়াবাসিগণ দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে।"

তেরমেজি,—

لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِىْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهٗ ☆

"যদি শীজ বৃক্ষের এক বিন্দু দুনইয়াতে পতিত হয়, তবে জমি বাসিগণের জীবিকার সামগ্রী সকল বিনষ্ট করিয়া দিবে। এসূত্রে উক্ত শীজ বৃক্ষ যাহার খাদ্য হইবে, তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে?

আহমদ,—

اِنَّ فِى النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدٰهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَاِنَّ فِى النَّارِ عَقَارِبَ كَاَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوْكَفَةِ تَلْسَعُ اِحْدٰهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় দোজখে খোরাছানি উষ্ট্রের ন্যায় সর্প সকল আছে—তৎসমুদয়ের মধ্যে একটি দংশন করিবে, ইহাতে সে উহার বেদনার যন্ত্রণা ৪০ বৎসর অনুভব করিবে। আরও নিশ্চয় দোজখে পালান জড়িত অশ্বতরগুলির তুল্য বৃশ্চিক সকল আছে, তৎসমস্তের মধ্যে একটি দংশন করিবে, ইহাতে সে উহার বেদনার যন্ত্রণা ৪০ বৎসর অনুভব করিবে।"

শহরোছ-ছুন্নাহ,—

قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِبْكُوْا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَتَبَاكُوْا فَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ

كَـأَنَّهَـا جَـدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعُ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحُ الْعُيُوْنَ فَلَوْ اَنَّ سُفُنًا اُزْجِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন হে লোকেরা, তোমরা ক্রন্দন কর, যদি তোমরা ইহা করিতে সক্ষম না হও, তবে ক্রন্দন করিতে সাধ্য-সাধনা কর কেননা নিশ্চয় দোজখিরা দোজখে ক্রন্দন করিতে থাকিবে, এমন কি তাহাদের চেহারাতে ঝরণা সমূহের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে, এমন কি অশ্রুধারা রহিত হইয়া যাইবে, তৎপরে রক্তধারা প্রবাহিত হইয়া চক্ষুগুলিকে বিক্ষত করিয়া দিবে। যদি উক্ত রক্তধারার মধ্যে বৃহৎ নৌকা সকল (জাহাজ সকল) পরিচালিত করা হয়, তবে সমস্ত প্রবাহিত হইয়া যাইবে।"

ছহিহ মোছলেম,—

مَـا بَيْـنَ مَـنْكَبَىِ الْكَـافِـرِ فِى الـنَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ لِـلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ وَضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَ غِلَظُ جِلْدِهٖ مَسِيْرَةُ ثَلٰثٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, দোজখে কাফেরের উভয় স্কন্ধদেশের মধ্যে দ্রুতগামী আরাহীর তিন দিবসের ব্যবধান পথ পরিমাণ হইবে। তাহার দন্ত ওহোদ পর্ব্বতের ন্যায় হইবে এবং তাহার চর্ম্ম তিন দিবসের ব্যবধান পথ পরিমাণ হইবে।"

তেরমেজি,—

كَـأَنَّهَـا جَـدَاوِلُ تَنْقَطِعُ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحُ

الْعُيُوْنَ فَلَوْ اَنَّ سُفُنًا اُزْجِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ ☆

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস কাফেরের দন্ত ওহোদ পর্ব্বতের ন্যায় হইবে, তাহার জানু বরজা পর্ব্বতের ন্যায় ও তাহার অগ্নিতে বসিবার স্থান রবাজার ন্যায় তিন দিবসের দুরত্ব পথ।"

তেরমেজি,—

اِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اِثْنَانِ وَ اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَ اِنَّ

مَجْلِسَهٗ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কাফেরের চর্ম্ম ৪২ হস্ত পুরু হইবে এবং দোজখে তাহার বসিবার স্থান মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের পরিমাণ হইবে।"

তেরমেজি,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقٰى عَلٰى اَهْلِ

النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ

فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِّنْ ضَرِيْعٍ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ

فَيَسْتَغِثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِىْ غُصَّةٍ فَيَذْكُرُوْنَ اَنَّهُمْ

كَانُوْا يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ

بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ اِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ بِكَلَالِيْبِ الْحَدِيْدِ فَاِذَا دَنَتْ

مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ وَ اِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ

قَطَّعَتْ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ
اَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَ
مَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا مَالِكًا
فَيَقُوْلُوْنَ يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ اِنَّكُمْ
مَاكِثُوْنَ قَالَ الْاَعْمَشُ نُبِّئْتُ اَنْ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَ اِجَابَةِ مٰلِكٍ
اِيَّاهُمْ اَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ فَلَا اَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْ
رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ
رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ
اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُوْنَ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوْا مِنْ كُلِّ
خَيْرٍ وَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَاْخُذُوْنَ فِى الزَّفِيْرِ وَ الْحَسْرَةِ وَ
الْوَيْلِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, দোজখিদের উপর ক্ষুধা যন্ত্রণা নিক্ষেপ করা হইবে, ইহা তাহাদের সমস্ত শাস্তির সমান হইবে, তখন তাহারা (ক্ষুধা নিবারণের জন্য) করুণ প্রার্থনা করিবে, ইহাতে তাহাদিগকে জরি নামক কণ্টকময় তৃণ ভক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে।

উহা শরীরের পুষ্টি সাধন করিবে না এবং ক্ষুধা নিবারণ করিবে না। তখন খাদ্য প্রার্থনা করিবে, ইহাতে তাহাদিগকে এরূপ খাদ্য প্রদান করা হইবে— যাহা গলাতে আবদ্ধ থাকিবে, তৎপরে তাহারা স্মরণ করিবে যে, তাহারা পৃথিবীতে পানিপান করিয়া গলায় আবদ্ধ খাদ্যকে নামাইয়া লইত। তখন তাহারা পানি যাজ্ঞা করিবে, ইহাতে লৌহের মুদগণ সমূহ দ্বারা তাহাদিগের নিকট উত্তপ্ত পানি উপস্থিত করা হইবে, যখন উহা তাহাদের মুখমণ্ডলের নিকট পৌঁছিবে, তৎসমুদয় দগ্ধীভূত হইয়া যাইবে। আর যখন উহা তাহাদের উদরে প্রবেশ করিবে, তাহাদের উদরস্থ নাড়ি-ভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। তখন তাহারা পরস্পরে বলিবে, তোমরা দোজখের রক্ষগণকে আহ্বান কর। তাঁহারা বলিবেন, তোমাদের নিকট রাছুলগণ কি স্পষ্ট প্রমাণসমূহ সহ আগমন করেন নাই? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, তখন তাঁহারা বলিবেন, তোমরা নিজেরা দোয়া কর, আর কাফেরগণের দোয়া ক্ষতিতেই পরিণত হইবে। তৎপরে তাহারা পরস্পরে বলিবে, তোমরা মালেককে ডাক, তখন তাহারা বলিবে, হে মালেক, তোমার খোদা যেন আমাদিগকে মৃত্যু প্রদান করেন। ইহাতে তিনি তাহাদিগকে এই উত্তর দিবেন যে, নিশ্চয় তোমরা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে। আমাশ বলিয়াছেন, আমি সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছি যে, তাহাদের দোয়া ও মালেকের উত্তর দেওয়ার মধ্যে সহস্র বৎসর ব্যবধান হইবে। তৎপরে তাহারা বলিবে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ডাক, কেননা কেহই তোমাদের প্রতিপালক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে। তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর আমাদের দূরদৃষ্ট প্রবল হইয়াছে এবং আমরা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া দাও, যদি আমরা পুনরায় অবাধ্যতা করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারি হইব। আল্লাহ তাহাদিগকে এইরূপ উত্তর দিবেন যে, তোমরা উহাতে লাঞ্ছিত হও এবং আমার সহিত কথা বলিও না। সেই সময় তাহারা প্রত্যেক প্রকার কল্যাণ হইতে নিরাশ হইবে এবং সেই সময় তাহারা বিকট চীৎকার ও আক্ষেপ করিবে এবং নিজদিগকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিবে।”

তৃতীয় ওয়াজ

বেহেশতের বিবরণ

কোর-আন ছুরা ছেজদা, ২ রুকু,—

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج

جَزَآءًم بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

“কোন ব্যক্তি অবগত নহে যে, চক্ষু শান্তিদায়ক বস্তু সকল তাহাদের জন্য গোপন রাখা হইয়াছে, ইহা তাহারা যাহা করিত, তাহার বিনিময় স্বরূপ।”

(২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصّٰلِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ

رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ☆

“আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আমি আমার সৎ বান্দাদিগের জন্য এরূপ বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি—যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মনুষ্যের অন্তরে উদয় হয় নাই।”

(৩) কোর-আন ছুরা কাহাফ,—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ

جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا

حِوَلًا ۝

“নিশ্চয় যাহারা ইমান আনিয়াছেন এবং সৎকার্য্য সকল করিয়াছেন, তাহাদের জন্য অতিথি সৎকার স্বরূপ বেহেশত রহিয়াছে, তাঁহারা উহার

মধ্যে চিরস্থায়ী হইবে, তাঁহারা তথা হইতে স্থান পরিবর্ত্তনের আকাঙ্খা করিবেন না।"

(৪) তেরমেজি,—

فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تَفْجُرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةِ وَ مِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فِاَذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একশত দরজা আছে, প্রত্যেক দুই দরজার মধ্যে এরূপ ব্যবধান হইবে, যেরূপ আসমান ও জমির মধ্যে ব্যবধান আছে। তৎসমূদয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ দরজা ফেরদাওছ হইবে, তথা হইতে বেহেশতের চারিটী নদী প্রবাহিত হইবে, উহার উপরি দেশে আরশ আছে। যদি তোমরা আল্লাহতায়ালার নিকট যাচ্ঞা কর, তবে তাঁহার নিকট ফেরদাওছ যাচ্ঞা কর।"

(৫) ছুরা দাহর,—

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝

"এবং যে সময় তুমি দর্শন করিবে, তথায় সম্পদ ও মহা রাজত্ব দর্শন করিবে।"

(৬) ছুরা আল-এমরাণ, ১৪ রুকু,—

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ

"এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার ও উক্ত বেহেশতের দিকে—যাহার বিস্তৃতি আসমান সকল ও জমির পরিমাণ হইবে, অগ্রগামি হও।"

(৭) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنِّى لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ اَمْثَالِهَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُمِنِّى وَاَنْتَ الْمَلِكُ وَ كَانَ يُقَالُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি এরূপ এক ব্যক্তির অবস্থা অবগত আছি—যে সকলের শেষে দোজখ হইতে বাহির হইবে এবং সকলের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে, দুই হস্ত ও বক্ষের উপর ভর দিয়া দোজখ হইতে বাহির হইবে। তৎপরে আল্লাহ বলিবেন, তুমি যাও, বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ কর। তখন সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার ধারণা হইবে যে, নিশ্চয় উক্ত বেহেশত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি উহা পূর্ণ প্রাপ্ত হইতেছি। তদুত্তরে আল্লাহ বলিবেন, তুমি যাও, বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ কর, নিশ্চয় তোমার

জন্য দুনইয়া ও উহার দশগুণ পরিমাণ বেহেশত রহিয়াছে। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, তুমি অধিপতি হইয়া আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছ কি ? তখন তাহাকে বলা হইবে, ইহা নিম্নতম বেহেশতবাসিদিগের দরজা।"

(৮) তেরমেজি, —

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ اَنَّ الْعَالَمِيْنَ اِجْتَمَعُوْا فِى اِحْدٰهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় বেহেশতের মধ্যে একশত দরজা আছে, যদি জগদ্বাসিগণ তন্মধ্যে একটী দরজার মধ্যে সমবেত হন, তবে উহাতে তাঁহাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে।"

(৯) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَا ءُوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَا ءُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لَتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ صَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় বেহেশতবাসিগণ নিজেদের উর্দ্ধদিকে উন্নত অট্টালিকাবাসিদিগকে দর্শন করিবেন, যেরূপ তোমরা পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম আকাশ প্রান্তে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে উদিত দেখিতেছ, বেহেশতবাসিদিগের মধ্যে দরজায় তারতম্য হওয়ার জন্য এইরূপ হইবে। ছাহাবাগণ বলিলেন,

ইয়া রাছুলে খোদা, উহা পয়গম্বরগণের দরজা, তাঁহাদের ভিন্ন কেহ উক্ত দরজায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। হজরত বলিলেন, হাঁ, যে খোদার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার শপথ, যে ব্যক্তিরা আল্লাহতায়ালার উপর বিশ্বাস করিয়াছেন এবং রাছুলগণের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত দরজায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।"

(১০) তেরমেজি, আহমদ ও দারমি,—

قُلْتُ الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لِبْنَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَ لِبْنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ حَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْيَاقُوْتُ وَ تُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَّدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَ لَا يَبْاَسُ وَ يَخْلُدُ وَ لَا يَمُوْتُ وَ لَا يَبْلٰى ثِيَابُهُمْ وَ لَا يَفْنٰى شَبَابُهُمْ ☆

"আমি বলিলাম, বেহেশতের গাঁথনি (নির্ম্মান) কিসের দ্বারা হইয়াছে ? হজরত বলিলেন, (উহার) একখানা ইষ্টক স্বর্ণের আর অন্যখানা রৌপ্যের, উহার মিশ্রণ মহা সুগন্ধী মৃগনাভী, উহার কঙ্কর মুক্তা ও ইয়াকুত, উহার মৃত্তিকা জাফেরাণ। যে ব্যক্তি উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, সুখ ভোগ করিবে, দুঃখের লেশ দেখিতে পাইবে না, চিরজীবি হইবে, মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে না, তাঁহাদের বস্ত্র সকল পুরাতন হইবে না, তাঁহাদের যৌবন বিনষ্ট হইবে না।"

(১৯) ছুরা জোমার,—

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ

خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

"এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করিত, তাহাদিগকে দলে দলে বেহেশতের দিকে রওয়ানা করা হইবে, এমন কি যখন তাঁহারা উক্ত বেহেশতের নিকট উপস্থিত হইবে ও উহার দ্বার সমূহ উদঘাটন করা হইবে এবং উহার রক্ষকগণ তাঁহাদিগকে বলিবেন তোমাদের উপর শান্তি হউক, তোমরা সুখী হইয়াছ, এক্ষণে তোমরা চিরস্থায়ীরূপে উহার মধ্যে প্রবেশ কর এবং তাঁহারা (বেহেশতবাসিগণ) বলিলেন, উক্ত খোদাতায়ালার সর্ব্ববিধ প্রশংসা—যিনি নিজের অঙ্গীকারকে আমাদের সহিত সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন এবং আমাদিগকে (বেহেশতের) জমির উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্য হইতে যে স্থানে আমরা ইচ্ছা করি, স্থান গ্রহণ করি, যাহা হউক, আমলকারিদিগের কার্য্যের বিনিময় অতি উত্তম।"

(১১) ছহিহ মোছলেম,—

يُنَادِىْ مُنَادٍ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْاَسُوْا اَبَدًا

একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে—নিশ্চয় তোমাদের উপযুক্ত বিনিময় এই যে, তোমরা সুস্থ থাকিবে, অতঃপর কখনও পীড়িত হইবে না,

আর তোমরা জীবিত থাকিবে, কষ্মিন কালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে না, তোমরা যৌবন প্রাপ্ত হইবে, কখনও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবে না এবং তোমরা সুখ ভোগ করিবে, অনন্তর কখনও কষ্ট ভোগ করিবে না।"

(১২) ছহিহ মোছলেম,—

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُوْنَ فِيْهَا وَ يَشْرِ بُوْنَ وَ لَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَ لَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَ لَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يَلْهَمُوْنَ وَ التَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ ☆

"নিশ্চয় বেহেশতবাসিগণ উহার মধ্যে পানাহার করিবেন থুথু নিক্ষেপ করিবেন না নাসিকার শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করিবেন না এবং মলমুত্র ত্যাগ করিবেন না। ছাহাবাগণ বলিলেন খাদ্য-সামগ্রীর (বহির্গমনের) অবস্থা কি হইবে ? হজরত বলিলেন, মৃগনাভির তুল্য সুগন্ধি উদগার ও ঘর্ম্ম হইবে, তাঁহারা তছবিহ ও খোদার প্রশংসা কীর্ত্তনে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িবেন, যেরূপ তোমরা নিশ্বাস ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া থাক।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قال رسول الله صلعم موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها

"বেহেশতের একখণ্ড যষ্টি পরিমাণ স্থান দুনইয়া ও উহার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠতর।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الى الارض

لا ضائت مابينهما و لملأت ما بينهما ريحا و لنصيفها

على راسها خير من الدنيا و ما فيها ☆

"নিশ্চয় যদি বেহেশতী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বেহেশত ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে আলোকিত এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে সুগন্ধে পূর্ণ করিয়া দিবে। উক্ত স্ত্রীলোকের মস্তকের রুমাল পৃথিবী ও উহার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

হজরত বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, আরোহী ব্যক্তি উহার ছায়াতে শত বৎসর ভ্রমণ করিবে, তথাপি উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আবু মুছা হইতে বর্ণিত হইয়াছে,—

হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইমানদারের জন্য বেহেশতের মধ্যে শূন্যগর্ভে একটী মুক্তার তাঁবু আছে, উহার প্রস্থ (অন্য রেওয়াতে উহার দৈর্ঘ্য) ৬০ মাইল, উহার প্রত্যেক কোণে উক্ত ইমানদারের পরিজন সকল আছে, তাহারা (অন্য কোণের) পরিজন দিগকে দেখিতে পাইবে না, তাহাদের নিকট (অন্যান্য) ইমানদারগণ ভ্রমণ করিবে, তাহাদের জন্য দুইটি বেহেশত হইবে, উভয়ের পানপাত্র ও উভয়ের মধ্যস্থিত আছহাব পত্র রৌপ্য নির্ম্মিত, আরও তাহাদের জন্য দুইটি বেহেশত আছে উভয়ের পানপাত্র ও আছবাব পত্র স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত, লোকদের ও তাহাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মধ্যে কেবল তাঁহার গৌরব ও জালালের চাদর অন্তরাল রহিয়াছে।

ছহিহ মোছলেম,—

বেহেশতের মধ্যে একটী বাজার আছে, প্রত্যেক জুমার দিবস বেহেশতীগণ তথায় সমবেত হইবে, তখন উত্তরদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাদের চেহরা ও বস্ত্র সমূহে মৃগনাভী ও সুগন্ধি বস্তু সকল ছড়াইয়া দিবে, ইহাতে তাহাদের মুখশ্রী ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে। যখন তাহারা নিজেদের পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তখন তাহাদের পরিজনগণ বলিবে, খোদার শপথ, তোমরা আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হওয়ার পরে নিজেদের রূপ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছ। ইহাতে তাহারা বলিবে, খোদার শপথ, তোমরাও আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হওয়ার পরে রূপ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছ।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

প্রথম দল বেহেশতে প্রবেশ করিবে, তাহাদের আকৃতি পূর্ণিমার চন্দ্রের তুল্য হইবে, তৎপরে তাহাদের সংলগ্ন যে দল উহাতে প্রবেশ করিবে, তাহারা আকাশস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের তুল্য হইবে, তাহারা এক প্রাণ ও একমন হইবে, তাহাদের মধ্যে কোন মতনৈক্য ও দ্বেষ হিংসা থাকিবে না, প্রত্যেকের জন্য প্রসারিত-লোচনা হুর শ্রেণীর মধ্য হইতে দুইটি স্ত্রী রহিবে, তাহারা এত সুন্দরী যে তাহাদের পায়ের নলার অস্থির মধ্যস্থিত মজ্জ্ব অস্থি ও মাংসের পশ্চাদ্দিক হইতে পরিলক্ষিত হইবে। তাহারা প্রভাত ও সন্ধ্যা কালে তছবিহ পড়িতে থাকিবে, তাহাদের পানপাত্র সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের হইবে, তাহাদের চিরুনীগুলি স্বর্ণের হইবে, তাহাদের লোবানদানের জ্বালান কাষ্ঠ 'উদহিন্দী' হইবে। তাহাদের ঘর্ম্ম মৃগনাভীর তুল্য সুরভিত হইবে। বেহেশতের সকলেও সমান সৎস্বভাব বিশিষ্ট ও একতা সূত্রে গ্রথিত হইবে, তাহারা তাহাদের পিতা আদমের তুল্য ৬০ হাত লম্বা আকৃতিধারি হইবেন।

ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম,—

আল্লাহতায়ালা বেহেশতবাসিদিগকে বলিবেন, হে বেহেশতবাসিগণ, ইহাতে তাহারা বলিবে হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা উপস্থিত আছি, তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি, কল্যাণ তোমার আয়াত্ত্বাধীনে আছে। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ ? তাহারা বলিবে, আমাদের কি হইয়াছে যে, আমরা রাজি হইব না, অথচ তুমি আমাদিগকে এরূপ বস্তু প্রদান করিয়াছ যাহা তোমার বান্দাগণের মধ্যে অন্যকে প্রদান কর নাই। তখন আল্লাহ বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিষয় প্রদান করিব না ? তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, ইহা অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট বিষয় আর কি আছে ? আল্লাহ্ বলিবেন আমি আমার সন্তুষ্টি তোমাদিগকে প্রদান করিলাম, ইহার পরে কখন তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইব না।

তেরমেজি,—

বেহেশত বাসিগণ লোমহীন, দাড়ীহীন ও কালভ্রূমূল বিশিষ্ট, ৩০ কিম্বা ৩৩ বৎসর বয়স্ক হইবে।

তেরমেজি,—

হজরত বলিয়াছেন, ইমানদার ব্যক্তি বেহেশতে এত এত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করার শক্তি প্রদত্ত হইবে। তখন হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কি এত এত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে ? হজরত বলিলেন, তাহারা একশত পুরুষের তুল্য সঙ্গমের শক্তি লাভ করিবে।

তেরমেজি,—

বেহেশতবাসিগণের মধ্যে কেহ যদি নিজের হস্তের বালাগুলি প্রকাশ করে, তবে উহার জ্যোতি, সুর্য্যের জ্যোতিকে নিস্প্রভ করিয়া ফেলিবে, যেরূপ সুর্য্যের জ্যোতি নক্ষত্র মালার জ্যোতিকে নিস্প্রভ করিয়া থাকে।

তেরমেজি,—

"অতি নিম্ন দরজার বেহেশতে ৮০ সহস্র সেবক (খেদমতগার) ও ৭২টি স্ত্রী প্রাপ্ত হইবে, তাহার জন্য মুক্তা জামার্রোদ ও ইয়াকুতের শিবির স্থাপন করা হইবে, উহার বিস্তৃতি "জাবিয়া" হইতে ছানয়ার বিস্তৃতির তুল্য হইবে। বেহেশতবাসিদের মধ্যে অল্প কিম্বা বেশী বয়সে যে কেহ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তথায় ৩০ বৎসর বয়সে পরিণত হইবে, কখনও উহার অধিক বয়স প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ দোজখবাসিদিগের বয়স হইবে।

বেহেশতবাসিদিগের মস্তকে এরূপ টুপি থাকিবে যে, উহার অতি নিম্নদরের মুক্তা পূর্ব্বদেশ হইতে পশ্চিম দেশ পর্য্যন্ত আলোকিত করিবে। যদি কোন ইমানদার তথায় সন্তানের কামনা করে, তবে এক নিমিষে উহার গর্ভে স্থিতি ও প্রসব সমাধা হইবে।

তেরমেজি,—

"বেহেশত প্রসারিত-লোচনা হুরদিগের সম্মেলন হইবে, তাহারা এরূপ কণ্ঠস্বর উচ্চ করিবে যে, লোকেরা তত্তুল্য স্বর প্রাপ্ত করে নাই, তাহারা বলিবে, আমরা চির জীবিকা—কখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইব না, আমরা চির সুখিনী, কখন দুখঃপ্রাপ্ত হইব না, আমরা চির সন্তুষ্ট কখন অসন্তুষ্ট হইব না। উক্ত ব্যক্তির সুসংবাদ হউক যে আমাদের সহিত ভাগ্যবিজড়িতা এবং আমরা যাহার সহিত ভাগ্যবিজড়িত।

মছনদে আহমদ,—

এক ব্যক্তির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করার পূর্বে ৭০টি বালিসের উপর হেলান দিয়া থাকিবে, তৎপরে তাহার নিকট একটী স্ত্রীলোক আগমন করিয়া তাহার স্কন্ধদেশের উপর হস্তস্থাপন করিবে, ইহাতে সেই ব্যক্তি তাহার দর্পণ অপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল চেহরাতে নিজের মুখ দেখিতে পাইবে। তাহার শরীরের নিম্মদরের মুক্তটী পূর্ব্বদেশ হইতে পশ্চিমদেশ পর্য্যন্ত আলোকিত করিবে। অতঃপর সেই স্ত্রীলোকটি তাহাকে ছালাম করিবে, সেই ব্যক্তি

ছালামের উত্তর দিয়া বলিবে, তুমি কে ? সে বলিবে, আমি (কোরাণোল্লিখিত ....) 'মজিদ' তাহার পরিধেয় ৭০টি বস্ত্র হইবে, তাহার চক্ষু উক্ত বস্ত্রগুলির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবে। এমন কি তাহার পায়ের নলার অস্তির মর্জ্জা পর্য্যন্ত পোষাকের পশ্চাৎ ভাগ হইতে পরিলক্ষিত হইবে। তাহার মস্তকস্থিত টুপির অতি নিম্মদরের মুক্তা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ আলোকিত করিয়া ফেলিবে।

ছহিহ মোছলেম,—

বেহেশতে মনুষ্যের অতি নিম্ম দরজা এই হইবে যে, আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, তুমি আকাঙ্খা-কামনা কর, সে প্রত্যেক প্রকার কার্য্য বিষয়ের আকাঙ্খা জানাইবে। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তুমি তোমার সমস্ত কাম্যবিষয়ের আকাঙ্খা শেষ করিয়াছ ? সে ব্যক্তি বলিবে, হাঁ তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি যাহা যাহা আকাঙ্খা করিয়াছ, উহার দ্বিগুণ তোমাকে প্রদান করিলাম।

তেরমেজি,—

বেহেশতের মধ্যে একটি বাজার আছে, তথায় ক্রয় বিক্রয় হইবে না। কেবল পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের সুন্দর সুন্দর আকৃতি থাকিবে, যে ব্যক্তি যে আকৃতিটি পছন্দ করিবে সে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, (অর্থাৎ সেইরূপ আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে)।

তেরমেজি ও এবনো মাজা,—

ছইদ-বেনেল মোছাইয়েব হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিতেছি, তিনি যেন তোমাকে ও আমাকে বেহেশতের বাজারে একত্রিত করেন। ইহাতে ছইদ বলিলেন, বেহেশতে কি বাজার আছে ? তিনি বলিলেন, হাঁ, হজরত বলিয়াছেন, যখন বেহেশতীগণ বেহেশতে দাখিল হইবে, তখন নিজেদের

আমলের অনুপাতে তথায় স্থানলাভ করিবে। তৎপরে দুনইয়ার দিবসগুলির মধ্যে জুমার দিবসের অনুপাতে তাহাদের জন্য আজান দেওয়া হইবে। তাহারা বাহির হইয়া আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করিবে। তাহাদের জন্য নিজের আরশ প্রকাশ করিবেন এবং তাহাদের জন্য বেহেশতের উদ্যান সমূহের মধ্য হইতে একটী উদ্যান, প্রকাশিত হইবে, তাহাদের জন্য জ্যোতির, মুক্তার, ইয়াকুতের, জামর্রেদের, স্বর্ণের ও রৌপ্যের মিম্বরসকল স্থাপন করা হইবে, তাহাদের মধ্যে অতি নিম্ম দরজার লোকেরা মৃগনাভী ও কাফুরের স্তুপের উপর উপবেশন করিবে, তাহাদের মধ্যে কেহ নিকৃষ্ট হইবে না। একদল ধারণা করিবে যে, কুরছির উপর উপবিষ্ট লোকেরা মজলিশ হিসাবে তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম। আবু হোরায়রা বলিয়াছেন, আমি হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করিতে পারিব? ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তোমরা কি সূর্য ও পূর্ণিমার চন্দ্র দেখাতে সন্দেহ করিয়া থাক্ ? আমি বলিলাম—না। হজরত বলিলেন, এইরূপ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দর্শনলাভে সন্দেহ করিবেন না। তথায় এমন কোন ব্যক্তি থাকিবে না যে, প্রত্যক্ষভাবে বিনা আবরণে আল্লাহ তাহার সহিত কথা বলিবেন না, এমন কি তিনি তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বলিবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক তুমি অমুক দিবসের কথা স্মরণ রাখ, যে দিবসে তুমি এইরূপ এইরূপ কথা বলিয়াছিলে, তিনি দুনইয়াতে তাহার কতক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন, ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক তুমি কি আমাকে ক্ষমা কর, নাই ? তখন খোদা বলিবেন, হাঁ আমার অফুরন্ত ক্ষমা গুণের জন্য তুমি এই মর্যাদা লাভ করিয়াছ। এমতাবস্থায় তাঁহাদের উপরি অংশ হইতে একখণ্ড মেঘ তাহাদের উপর এরূপ সৌরভধারা-বর্ষণ করিবে যে তাহারা কখনও এরূপ সুগন্ধি বস্তুর ঘ্রাণ লাভ করে নাই। তৎপরে আমাদের প্রতিপালক বলিবেন, আমি তোমাদের জন্য যে কারামাত (সম্মান) প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি তোমরা

তজ্জন্য দণ্ডায়মান হইয়া যাহা পছন্দ কর তাহাই গ্রহণ কর। তৎপরে আমরা এরূপ বাজারে উপস্থিত হইব যে, ফেরেশতাগণ উহা পরিবষ্টেন করিয়া থাকিবেন এবং এইরূপ বস্তু সকল দর্শন করিব যাহা লোকের চক্ষু সকল দর্শন করেন নাই, তাহাদের কর্ণ সকল শ্রবণ করে নাই এবং তাহাদের অন্তরসমূহে উদিত হয় নাই, আমরা যাহা যাহা কামনা বাসনা করিব, তৎসমস্ত আমাদের জন্য নীত হইবে। তথায় ক্রয় বিক্রয় হইবে না, উক্ত বাজারে বেহেশতবাসিগণ একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, উচ্চপদস্ত লোকেরা তন্নিম্ন পদস্থ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহাদের মধ্যে কেহ নিকৃষ্ট হইবে না। নিম্মপদস্থ ব্যক্তি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির পোষাক দেখিয়া বিষ্ময়ান্বিত হইবে, তাহার এই চিন্তা শেষ না হইতে তাহারই পোষাক তদপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট পোষাকে পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহার কারণ এই যে তথায় কাহারও দুঃখিত থাকা উচিত হইবে না। তৎপরে আমরা আমাদের নিজ নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরিজনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে তাহারা মারহাবা ধারণ করিতে করিতে বলিবে, আপনি যেরূপ লাবণ্যের সহিত আমাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তখন আমরা বলিব, আমার খোদার দর্শন লাভ করিয়াছি, কাজেই আমাদের এইরূপ আকৃতিতে পরিণত হওয়া উচিত।

তেরমেজি,—

একব্যক্তি হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাছুলে খোদা, বেহেশতের মধ্যে কি ঘোটক আছে ? হজরত বলিলেন, যখন খোদা তোমাকে বেহেশতের মধ্যে দাখিল করিবেন, তখন যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, লাল ইয়াকুতের ঘোটকের উপর আরোহণ করতঃ বেহেশতের যথা তথা ইচ্ছামত উড়িয়া বেড়াইব, ততক্ষণাৎ তাহাই হইয়া যাইবে।

আর এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তথায় কি উট থাকিবে? ইহাতে হজরত প্রথম ব্যক্তিকে ত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া

বলিলেন, যদি আল্লাহ তোমাকে বেহেশতে দাখিল করেন, তবে তোমার জন্য উহা হইবে যাহা তোমার অন্তর কামনা করে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি বোধ করে।

ছহিহ বোখারি,—

হজরত হাদিছ বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তথায় তাঁহার নিকট প্রান্তরবাসী একটি লোক ছিল। হাদিছটি এই ঃ—একজন বেহেশতী আল্লাহতায়ালার নিকট কৃষিকার্য্যের অনুমতি চাহিবে। ইহাতে আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তোমার কাম্য যাবতীয় বিষয় কি বেহেশতে তখন সে বীজ বপন করিবে, চক্ষের পলকের মধ্যে উহা উৎপন্ন ও পরিপক্ক হইয়া কর্ত্তন করা হইবে, উহা পর্ব্বতমালার তুল্য হইবে, আল্লাহ বলিবেন, হে আদম সন্তান! তুমি ইহা গ্রহণ কর, কোন বস্তু তোমাকে তৃপ্তিদান করিতে পারিবে না।

তখন সেই প্রান্তরবাসি লোকটি বলিয়াছিল, খোদার শপথ আপনি সে লোকটিকে কোরায়েশি কিম্বা আনছারি পাইবেন, কারণ তাঁহারা কৃষিজমিকার্য্য করিয়া থাকেন, আমরা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকি না, ইহাতে হজরত হাসিয়া ফেলিলেন।

বয়হকি,—

একজন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতীগণ কি নিদ্রিত হইবেন? হজরত বলিলেন, না, নিদ্রা মৃত্যুর নজির কাজেই, উহা হইবে না।

তেরমেজি,—

হজরত কওছরের ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন, উহা বেহেশতের একটী নদী, আল্লাহ উহাকে আমার জন্য দান করিয়াছেন, উহার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সমধিক সাদা ও মধু অপেক্ষা সমধিক মিষ্ট, উহাতে পক্ষী সকল আছে তাহাদের গ্রীবাদেশ উটের গ্রবাদেশের ন্যায়। হজরত ওমার বলিলেন, এই পক্ষীগুলি সুখসম্ভোগকারী? হজরত বলিলেন, তৎসমস্তের ভক্ষণ কারিগণ সমধিক সুখ সম্ভোগকারী।

তেরমেজি,—

বেহেশতের মধ্যে চারিটী সমুদ্র আছে একটী পানির, একটী মধুর একটী দুগ্ধের, আর একটী শরাবের। বেহেশতীগণ তথায় প্রবেশ করিলে, উক্ত সমূদ্র হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইবে।

তেরমেজি,—

বেহেশতের মধ্যে একশত দরজা আছে প্রত্যেক দুই দরজার মধ্যে আছমান ও জমি পরিমাণ ব্যবধান আছে, উহার সর্ব্বোচ্চ দরজার নাম ফেরদা উছ তথা হইতে চারিটী নহর প্রবাহিত হয়, উহার উপর আরশ। যদি তোমরা আল্লাহতায়ালার নিকট কিছু ছওয়াল কর, তবে ফেরদাউছের ছওয়াল কর।

সমাপ্ত